দৈনিক ইনকিলাব

17

দিন ... JAN 19 2000

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

তরুণী লাঞ্ছনার ঘটনায় জড়িত নেতা ও কর্মীদের নিয়ে ছাত্র লীগে সংকট

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ থার্টিফার্স্ট নাইটে টিএসসিতে তরুণী লাঞ্ছনার ঘটনার সাথে জড়িত দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে সরকারী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লীগ এক সংকটের মুখে পড়েছে। এ বর্বরোচিত ঘটনায় দলীয় নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করবে নাকি জড়িতদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে দলের ভাবমূর্তি রক্ষা করবে এ নিয়ে ছাত্র লীগের শীর্ষ নেতারা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

এদিকে তরুণী লাঞ্ছনার ঘটনার সাথে আরো ৭/৮ জন চিহ্নিত ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীর জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। ন্যাক্কারজনক এ ঘটনা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ রোধে এবার বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে টিএসসি চত্বরে তরুণী শাওন আক্তার বাঁধনকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় নেতৃত্বদানকারী ছাত্র লীগ শহীদুল্লাহ হল শাখার সহ-সভাপতি রাসেলের সাংগঠনিক পরিচয় ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে প্রথমে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু রাসেল নিয়মিত মিছিল-সমাবেশে অংশগ্রহণ করার কারণে ছাত্র লীগের চিহ্নিত কর্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করায় ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েন।

৫-এর পাতায় দেখুন

তরুণী লাঞ্ছনার ঘটনায় জড়িত নেতা ও কর্মীদের নিয়ে ছাত্রলীগে সংকট

৮-এর পৃষ্ঠার পর

এছাড়া রাসেলের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এবং একাধিক সূত্রে পুলিশ পরবর্তীতে ঐ ঘটনার সাথে জড়িত আরো বেশ কয়েকজনের নাম জানতে পেরেছে। এরা সবাই ছাত্রলীগের চিহ্নিত নেতাকর্মী। এদের মধ্যে মিল্টন শহীদুল্লাহ হল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক, রিপন একই হল শাখার হলের কমিটির সদস্য, লিটন ফজলুল হক শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি এবং মঞ্জু একই হলের কমিটির সদস্য। এছাড়া এ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হিল্লোল ও তড়িৎ ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী। এভাবে একে একে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মারাত্মক বিপাকে পড়েছে। এ নিয়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এখন এদের সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয়টি অস্বীকার করবে নাকি এদেরকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করবে-'এ প্রশ্নে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা দোটানায় ভুগছেন।

এদিকে দেশব্যাপী নিন্দার মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাসেল ও টুটুলকে বহিষ্কার এবং পুলিশ এদেরকে গ্রেফতার করলেও বাকীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের তেমন কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অধিকন্তু গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি ও জড়িত অন্যান্যের গ্রেফতার না করার জন্য ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ডিবি অফিসে তদবীর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমন কি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের যাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা না হয়, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপরও চাপ দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দলের একাংশ নেতা-কর্মী এ ঘটনার সাথে জড়িত কর্মীদের বাঁচানোর চেয়ে এদেরকে বহিষ্কার করে সংগঠনের ভাবমূর্তি রক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করছেন।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন এ প্রতিবেদককে জানান, যে মানুষ রাতের অন্ধকারে সীমাহীন উন্মাদনায় মেতে ওঠে, তার কোন রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে না। সে আমার কাছে অমানুষ। সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি তাদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ বর্ষণ করলাম। আমি জাতির সামনে নিষ্ঠুর এ ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবী করছি। তিনি আরো বলেন, তারা কোন রাজনৈতিক আশ্রয় পাবে না। অনেকে সরকারী দলের নাম ব্যবহার করে আশ্রয় চায়, কিন্তু ছাত্রলীগ এটা হতে দেবে না। জড়িতদের মুক্তির ব্যাপারে তদবির সম্পর্কে তিনি বলেন, কেউ ব্যক্তিগতভাবে এদের মুক্তির চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে এমন কেউ এ কাজ করতে পারে না।

ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার বলেন, এ ঘটনার সাথে জড়িতরা কেউ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী নয়।

ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টদের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। ছাত্রলীগ শহীদুল্লাহ হল শাখার সভাপতি হেমায়েত উদ্দিন হিমু বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে তা আমি বিশ্বাস করি না। শহীদুল্লাহ হল শাখা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আমার দাবী এ ঘটনায় যারা প্রকৃত দোষী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে টিএসসিতে এই কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও টনক নড়েছে। ক্যাম্পাস এলাকার তরুণ-তরুণীদের অসামাজিক কার্যকলাপ রোধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পশ্চিম পার্শ্বের খিলান-লোহার বেষ্টনী বসিয়েছে। এছাড়া কলাভবনের নীচতলায় বারান্দার অর্ধাংশেও লোহার গ্রীল বসানো হয়েছে। বাকী অংশটুকুতেও শীঘ্রই লোহার রেলিং বসানো হবে। সন্ধ্যা নামলেই কিছু প্রেমিক জুটি লাইব্রেরীর খিলানে বসে এবং কলাভবনের ভেতরে প্রবেশ করে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হত। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত রবিবার সন্ধ্যায় এক অভিযান চালিয়ে মল চত্বরে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ৮/১০ জুটি প্রেমিক-প্রেমিকাকে উচ্ছেদ করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এরা সবাই বহিরাগত। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ কলেজ ছাত্র। কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী নয়।